বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ (খসড়া)

যেহেতু বাংলাদেশের নগর এলাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, সমন্বিত ও পরিকল্পিত করার লক্ষ্যে পরিবহন খাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষণ এবং সমন্বয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ। - (১) এই আইন "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ" আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারন করিবে, সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইনের অন্যত্র ভিন্ন রূপ কিছু নির্ধারিত না থাকিলে, এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের নগর এলাকায় প্রয়োগ হইবে।

২। সংজ্ঞা:-বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে:

(ক) **"উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"** অর্থ শহর উন্নয়নের কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(খ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিস্থিত "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(গ) **"কমিটি"** অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত যে কোন কমিটি বা সাব-কমিটি;

(ঘ) **"ক্লিয়ারিং** হাউজ" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হইবে ও যা দ্বারা গণপরিবহন পরিচালনাকারী (পিটিও) এবং র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারকারীদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ক্যাশবিহীন ভাড়া আদায়সহ পিটিও সমূহের মধ্যকার সেটেলমেন্ট ও আর্থিক নিষ্পত্তি সম্পন্ন হবে।

(ঙ) (১)**"র‍্যাপিড পাস কার্ড"** অর্থ কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত গণপরিবহনের ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে ইন্ট্রিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) চিপ সমৃদ্ধ স্মার্ট কার্ড, যাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক মূল্য (stored value) এবং গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সঞ্চিত থাকে।

(২) **"র‍্যাপিড পাস সিস্টেম"** অর্থ র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহার করে কর্তপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থা যাহা ক্লিয়ারিং হাউজ এবং র‍্যাপিড পাস কার্ড সমন্বয়ে গঠিত।

(চ) **"কোম্পানী"** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (**১৯৯৪** সালের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোন কোম্পানী;

(ছ) **"গণপরিবহণ"** অর্থ ভাড়ার বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রুটে যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উপযোগী যে কোনো মোটরযান;

(জ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঝ) **"নগর এলাকা"** অর্থ ঢাকা মহানগরীসহ বৃহত্তর ঢাকা জেলা এবং সকল বিভাগীয় শহরস্থ সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত যে কোনো এলাকাও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

(ঞ) **“নির্ধারিত”** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ট) **“নির্বাহী পরিচালক”** অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন নিযুক্তীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;

(ঠ) **"প্যারাট্রানজিট"** অর্থ অপ্রথাগত ও তুলনামূলকভাবে অপ্রচলিত তবে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন, এবং সকল প্রকার রিকশা, রিকশা ভ্যান, টু-হুইলার, থ্রি হুইলার ও হিউম্যান হলারসমূহ ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ড) **“পরিকল্পনা”** অর্থ বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক বিভাগ, মহানগর বা জেলার জন্য প্রণীত মাস্টার প্ল্যানের আলোকে বিস্তারিত এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা;

(ঢ) **“পরিচালনা পরিষদ”** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;

(ণ) **“পরিবহন”** অর্থ ব্যক্তি ও পণ্য স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে অবকাঠামো, যানবাহন এবং পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত যাতায়াত ব্যবস্থা;

(ত) **“প্রবিধান”** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধান;

(থ)**”বহুতল ভবন”** অর্থ ১০ তলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বে যে কোন ইমারত বা ভবন, যাহাতে উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিঁড়িঘর, লিফট মেশিন রুম বা জলাধারের উচ্চতা গণ্য করা হইবে না। তবে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তনকৃত ”বহুতল ভবন” এর সংজ্ঞা বা ইহার বৈশিষ্ট সমূহ প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে এই আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(দ) **“ব্যক্তি”** অর্থ কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা সাংবিধানিক বা অন্যকোন সংস্থাও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ধ) **"বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ"** অর্থ নগর অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট বাস রুটে একটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ বাস সার্ভিস;

(ন) **“বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট” বা “বিআরটি”** অর্থ বিআরটি বাস চলাচলের জন্য সুনির্দিষ্ট পৃথক এলিভেটেডসহ ডেডিকেটেড লেন সম্বলিত সড়ক নির্ভর বাস ভিত্তিক দ্রুত গণপরিবহন ব্যবস্থা, এবং উক্ত ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও অন্য কোনো সরঞ্জামাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) **“বিভাগ”** অর্থ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় ঘোষিত যে কোন বিভাগও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(ফ) **“বিধি”** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ব) **"মাল্টিমোডাল হাব"** অর্থ ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা গণপরিবহনের টার্মিনাল, নৌ-পরিবহন (নদী-বন্দর, ল্যান্ডিং স্টেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমুদ্র বন্দর) ও বিমানবন্দরের সহিত সড়ক বা রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বিত সংযোগ সৃষ্টি এবং সকল প্রকার যান ও ব্যক্তির অভিগম্যতা (accessibility) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত কেন্দ্র;

(ভ) **“ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট” বা ”দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা”** অর্থ নগরকেন্দ্রিক যাতায়াত ব্যবস্থা যেখানে ভূতল (underground), সমতল (at-grade) বা উহার উপরিতলে (elevated) নিরংকুশ পথাধিকার (right of way) বা সুনির্দিষ্ট লেন থাকে, এবং উক্ত পথাধিকার বা লেনের ভূতল, সমতল ও উপরিতলে অবস্থিত সকল স্থাপনা, যন্ত্রপাতি,

সরঞ্জাম ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ম) **"মেট্রোরেল"** অর্থ শহরভিত্তিক রেল ব্যবস্থা যেখানে ভূতল, সমতল বা উহার উপরিভাগে রেল ট্র্যাক সম্বলিত নিরংকুশ পথাধিকার থাকিবে, এবং উক্ত পথাধিকারের ভূতল, সমতল ও উপরিভাগে অবস্থিত সকল স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদিও উহার অর্ন্তভুক্ত হইবে;

(য) **"মোটরযান"** অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যানবাহন বা পরিবহণ যান যাহা সড়ক, মহাসড়ক বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত, নির্মাণ বা অভিযোজন করা হয় এবং যাহার চালিকা শক্তি অন্য কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে, এবং কোনো কাঠামো বা বডি সংযুক্ত হয় নাই এইরূপ চ্যাসিস ও ট্রেইলারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে সংস্থাপিত বা সংযুক্ত রেলের উপর দিয়া চলাচলকারী অথবা একচ্ছত্রভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা অন্য কোনো নিজস্ব চত্বরে বা অঞ্চলে ব্যবহৃত যানবাহন অথবা মনুষ্য বা পশু দ্বারা চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(র) **"যানবাহন"** অর্থ রাস্তায় ব্যবহারযোগ্য যাত্রী এবং মালামাল স্থানান্তরের জন্য যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন মাধ্যম;

(ল) **"লাইসেন্স"** অর্থ মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ বা বিআরটি আইন, ২০১৬ বা বাংলাদেশের নগর এলাকায় গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নসংশ্লিষ্ট যেকোন আইন বা এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স;

(শ) **"লাইসেন্সী"** অর্থ মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ বা বিআরটি আইন, ২০১৬ বা বাংলাদেশের নগর এলাকায় গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নসংশ্লিষ্ট যেকোন আইন বা এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ষ) **"সদস্য"** অর্থ পরিচালনা পরিষদের সদস্য এবং যে কোন কমিটির সদস্যও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবেন;

(স) **"স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (STP)"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সংশোধনীও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(হ) ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট বা টিওডি অর্থ একটি মিশ্রণ ভুমি ব্যবহার উন্নয়ন যা বাণিজ্যিক, আবাসিক, দাপ্তরিক এবং বিনোদন এলাকার চারিপাশে কেন্দ্রীভুত কিংবা ট্রানজিট স্টেশনের কাছাকাছি অবস্থিত।

৩। আইনের প্রাধান্য।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রধান্য পাইবে।

৪। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।— (১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর যথা শীঘ্র সম্ভব এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।-(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে। সকল বিভাগীয় শহরে কর্তৃপক্ষ উহার অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয়

স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন।– (১) কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(২) পরিচালনা পরিষদ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৭। পরিচালনা পরিষদের গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(ঘ) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়;

(ঙ) মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রনালয়;

(চ) মেয়র, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন;

(ছ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ০৩ (তিন) জন সংসদ-সদস্য;

(জ) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;

(ঝ) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(ঞ) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(ট) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ;

(ঠ) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়;

(ড) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(ঢ) সচিব, সেতু বিভাগ;

(ণ) পুলিশ মহাপরিদর্শক;

(ত) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(থ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(দ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(ধ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন;

(ন) মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন;

(প) মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা;

(ফ) মেয়র, মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা;

(ব) মেয়র, নরসিংদী পৌরসভা;

(ভ) মেয়র, সাভার পৌরসভা;

(ম) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ;

(য) বাস/ট্রাক মালিক সমিতির পক্ষে-১ জন প্রতিনিধি;

(র) সরকার মনোনীত সড়ক পরিবহন ও শ্রমিক ফেডারেশনের-১ জন প্রতিনিধি;

(ল) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;

(শ) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিচালনা পরিষদের মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ ৩ (তিন) বছর, তবে- (ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এ উল্লেখিত মনোনীত কোনো সংসদ সদস্য মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় জাতীয় সংসদের স্পীকার বরাবরে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উপধারা (১) এর দফা (ম,য,র, এবং ল) এ উল্লেখিত মনোনীত কোনো সদস্য সরকার বরাবরে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় সংসদের স্পীকার, বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সময় উক্তরূপ মনোনীত যে কোনো সদস্যকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোনো কারণ না দর্শাইয়া অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) পরিচালনা পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৮। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।—কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) নগর এলাকায় সমন্বিত পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ ও র‍্যাপিড পাস সিস্টেম সম্বলিত গণ পরিবহন ব্যবস্থা চালু।

(খ) নগর এলাকার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা ও অবকাঠামো নির্মাণ, পার্কিং নিয়ন্ত্রণ।

(গ) গণপরিবহন সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) নগর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের নীতি ও কৌশলের সংঙ্গে গণপরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা;

৯। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।—কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরুপ, যথাঃ-

(ক) নগর এলাকার জন্য পরিবহন সেক্টরে কৌশলগত পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা, নীতিমালা ও স্কীম প্রণয়ন এবং অনুমোদন ও উহা বাস্তবায়নের কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয়করন;

(খ) নগর এলাকার কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবহন ব্যবস্থা ও পরিবহন অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রাথমিক সম্মতি এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ছাড়পত্র প্রদান;

(গ) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিতব্য বহুতল ভবন, আবাসন প্রকল্প; এবং (শিল্পাঞ্চল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও পেক্ষাগৃহ, শপিংমল, কমিউনিটি সেন্টার, হাসপাতাল, বিনোদন পার্ক প্রভৃতি অবকাঠামো) যা বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে যেমন এ সংক্রান্ত বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, সেই সকল স্থাপনার যানবাহন প্রবেশ ও নির্গমণের ট্রাফিক সার্কুলেশন প্লান সহ নকশা অনুমোদন, ছাড়পত্র প্রদান ও মনিটরিং;

(ঘ) নগর এলাকায় ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট, সার্কুলার বা কমিউটার রেল ব্যবস্থা, ইত্যাদির নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও হস্তান্তরের অনুমোদন, কারিগরি মান ও ভাড়া নির্ধারণসহ এতদসংক্রান্ত লাইসেন্সীর যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার অন্তরায় ও যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবকাঠামো নির্মানে এবং নির্মিত অবকাঠামো অপসারণে এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান;

(চ) নগর এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা (Traffic Management) ও পরিবহন অবকাঠামো(Traffic Infrastructure) **এর** উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, প্রবিধানমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদানসহ এতদসংশ্লষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের অনুমতি প্রদান ও মনিটরিং।

(ছ) নগর এলাকায় ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট, সার্কুলার/ কমিউটার রেলসহ অন্যান্য সকল গণপরিবহন (প্যারাট্রানজিটসহ) ব্যবস্থার রুটের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন এবং যাত্রী ভাড়া ও লেন নির্ধারণ;

(জ) দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগর এলাকায় ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি),এবং রুট ভাড়া অথবা লীজ প্রদানের মাধ্যমে (রুট ফ্রাঞ্চাইজ) বাস বা রেল (মেট্রো/মনো/সার্কুলার/কমিউটার) বা এক্সপ্রেসওয়ে (উচ্চ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেন) পরিচালনার জন্য সরকারী, বেসরকারী অথবা সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানায় বা যৌথ অংশীদারিত্বের

ভিত্তিতে পরিবহন পরিচালনার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

(ঝ) রুট ফ্রাঞ্চাইজ (Franchise) পদ্ধতিতে বাস পরিচালনার জন্য রুটের পরিকল্পনা প্রণয়ন, রুটের অনুমোদন, রুট পারমিট প্রদান, বাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বাস অপারেটর কোম্পানীর সাথে ফ্রাঞ্চাইজ চুক্তি সম্পাদন এবং চুক্তি অনুযায়ী পরিবীক্ষণ, ভাড়া নির্ধারণ ও প্রয়োজনে ভাড়া আদায়, বাস পরিবহন খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও প্রনোদনা প্রদানের সুপারিশ এবং এতদসংক্রান্ত

অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঞ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও যাত্রীসেবা নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত টার্মিনাল, ডিপো, ইত্যাদি স্থাপনার বিষয়ে নীতি ও কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং উহা বাস্তবায়ন;

(ট) স্মার্ট কার্ড (র‍্যাপিড পাস) এর মাধ্যমে কতৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি), বাস (রুট ফ্রাঞ্চাইজসহ) বা রেল (মেট্রো/মনো/সার্কুলার/কমিউটার) বা এক্সপ্রেসওয়েসহ (উচ্চ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেন),সকল প্রকার গণপরিবহনের ভাড়া আদায় এবং উক্ত স্মার্ট কার্ড (র‍্যাপিড পাস) এর ব্যবস্থাপনা ও ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনা করা।

(ঠ) নগর এলাকায় সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা (Integrated Transport System) নিশ্চিতকরণে সড়ক, নৌ, রেল ও বিমানবন্দরে যাতায়াত ব্যবস্থার সমন্বয়করণ এবং এ লক্ষ্যে মাল্টিমোডাল হাবের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কাজ তদাকরি;

(ড) নগর এলাকার জন্য রাস্তার ক্রমবিভক্ত শ্রেণীবিভাগ (Road Hierarchy) রাস্তা ও ফুটপাতের মান (Standard) নির্ধারণ ও এর ভিত্তিতে রাস্তাসমূহে যানের প্রকার, সংখ্যা, গতিসীমা, চলাচলের অধিক্ষেত্র প্রভৃতি নির্ধারণ, প্রণয়ন ও মনিটরিং।

(ঢ) নগরীতে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবহন অবকাঠামো/ স্থাপনা (বিশেষত গণপরিবহনের স্টপেজ/ টার্মিনাল/স্টেশনসমূহ) ও সে সংলগ্ন স্থানসমূহের সুষ্ঠু, যথাযথ ও কার্যকর ভূমি ব্যবহারের (Landuse) লক্ষ্যে ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট (Transit Oriented Devolopment, TOD) সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং;

(ণ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নগর এলাকার গণপরিবহন ও ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিটসমূহের কারিগরী মান (Technical Standard) নির্ধারণ, পর্যালোচনা এবং উহা অনুমোদন;

(ত) নগর অঞ্চলে এলাকাভিত্তিক ট্রাফিক সার্কুলেশন প্ল্যান প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন মনিটরিং;

(থ) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নগর এলাকায় রোড সেফটি অডিট সম্পাদন ও রোড ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন কার্যক্রম পরিচালনা;

(দ) ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে ইন্টারসেকশন ও ট্রাফিক সিগন্যালসমূহের নকশা প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন কার্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং;

(ধ) যানবাহন (গণপরিবহনসহ) পার্কিং সুবিধার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত পার্কিং প্লান ও যানবাহন চলাচলের নকশা অনুমোদন;

(ন) যানবাহন চলাচলের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধে সকল শ্রেণী ও প্রকারের যানবাহনের পরিবেশ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(প) নগর পরিবহন সংক্রান্ত লাইসেন্স, কর, ফি, চার্জ, প্রণোদনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সরকার বরাবর সুপারিশ প্রদান;

(ফ) পরিবহন খাতের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতি ও

পরিকল্পনা প্রণয়নসহ এতদোদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও উহার পরিচালনা;

(ব) পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর পরিবহণ ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান ও এ লক্ষ্যে সকল প্রকার সমীক্ষা, স্টাডি, গবেষণাকর্ম সম্পাদন এবং তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(ভ) সমন্বিত ইউটিলিটি ম্যাপ সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ এবং নগর পরিবহন খাতে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের এজবিল্ট ড্রয়িং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(ম) পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচারণা ও তথ্য বিনিময়করণ;

(য) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(র) উপরিউক্ত কোন বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো বা সকল কাজ মনিটরিং ও বাস্তবায়ন।

১০| পরিচালনা পরিষদের সভা।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে পরিচালনা পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পরিষদের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহুত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর কমপক্ষে ০৩ (তিন) বার সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যাইবে।

(৩) সভায় পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন সভার সভাপতি। তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার অনুমতিক্রমে ১ নং ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতে ২ নং ভাইস-চেয়াম্যান সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) পরিচালনা পরিষদের সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) পরিচালনা পরিষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পরিষদ গঠনের কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবেনা এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। আমন্ত্রিত সদস্য।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিচালনা পরিষদের সদস্য নহে অথচ সভার আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলে তিনি পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করার অধিকারী হইবেন, তবে তাঁহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

১২। পরামর্শক পুল গঠন।– **(১)** কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিগনের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক পুল গঠন করিতে পারিবে।

(২) পরামর্শক পুলের গঠন, কাঠামো, কার্যপরিধি, সম্মানী ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৩। কমিটি, সাব কমিটি ইত্যাদি।– কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুস্পষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার কর্মচারীর সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং

উক্তরুপ কমিটি বা সাব-কমিটির কার্যপরিধি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। নির্বাহী পরিচালক।- (১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন।

(২) নির্বাহী পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা নির্বাহী পরিচালক পূনরায় স্বীয়-দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত জেষ্ঠ অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক নির্বাহী পরিচালক রূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫। কর্তৃপক্ষের কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।–(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের(জিপিএফ) ও পেনশনের আওতাভুক্ত হবেন এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য সুবিধাদিও প্রাপ্য হবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদিগের চাকুরির শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক/উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের চাকুরির শর্তাবলী আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।– কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৭। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।– (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) নির্বাহী পরিচালক প্রত্যেক অর্থ বৎসরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাইবেন এবং নিরীক্ষক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের সকল প্রকার ব্যয় প্রাক-নিরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিশোধিত হইবে।

(৫) বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন একটি অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ

সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য নির্বাহী পরিচালক এবং কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৮। ঋণ গ্রহনের ক্ষমতা।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যেকোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা দেশী বা বিদেশী যে কোন বৈধ উৎস হইতে ঋণ গ্রহন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের নিকট হইতে সরকারের জামিনদারিত্বে কোন ঋণ গ্রহণ করা হইলে, উক্ত ঋণের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৯। চুক্তি সম্পাদন।–কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিদেশী বা আর্ন্তজাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহন করিতে হইব।

২০। প্রকল্প গ্রহণে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহন।– (১) কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সরকারি দপ্তর নগর পরিবহন খাতে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে না বা উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করিবে না।

২১। অন্যান্য সংস্থার সহিত সমন্বয়, ইত্যাদি।– (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, পরিবহণ ব্যবস্থাপনার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে পরিবহন, যানবাহন, মোটরযান, গণপরিবহনসহ এই আইনে নির্দিষ্টকৃত কার্যাবলীর গুণগতমান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা বা ব্যক্তি প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন সংস্হা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা যাচনা করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্হা বা ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের উক্তরুপ সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্পোরেশন বা সংস্হার সহযোগিতা।- সরকার, প্রয়োজনে, এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, কর্পোরেশন, সংস্হা এবং স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্হার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং উহাদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

২২। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।- পরিবহন খাতের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং উক্ত খাতের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও উহার কার্যাবলী নির্ধারণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৩। পরিদর্শন, নির্দেশনা প্রদানের এখতিয়ার, ইত্যাদি।– (১) কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মচারী এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে, পরিবহন অবকাঠামো সংক্রান্ত যে কোনো স্থাপনা, ডিপো, টার্মিনাল ইত্যাদি যে কোনো সময় পরিদর্শন করিতে এবং এতদসংশ্লিষ্ট যে কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো স্থাপনা, ডিপো, টার্মিনাল, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদির মালিক বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনে বাধা প্রদান করিবেন না এবং উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৪। ক্ষমতা অর্পণ।—(১) পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উহার যে কোন ক্ষমতা, এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান বা পরিচালনা পরিষদের অন্য কোনো সদস্য, নির্বাহী পরিচালক বা অন্য কোনো কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) বিভাগীয় পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুসংহতভাবে সম্পাদনের স্বার্থে পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উহার যে কোন ক্ষমতা, নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বা বিভাগীয় পর্যায়ে একটি কমিটির উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

২৫। কোম্পানী গঠনের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথক কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো কোম্পানী গঠন করা হইলে উহা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবে।

২৬। প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি, ইত্যাদি আদায়।—

এই আইনের অধীন অনাদায়ী লাইসেন্স ফি, টোল, প্রশাসনিক জরিমানার অথবা এতদসংশ্লিষ্ট বকেয়া পাওনা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৭। অপরাধ ও দন্ড।—যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) নগর এলাকার পরিবহন বা পরিবহন অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট কোনো প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক সম্মতি এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো ছাড়পত্র গ্রহণ না করেন, বা

(খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্প প্রভৃতি নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন প্ল্যানসহ ছাড়পত্র গ্রহণ না করেন,

তাহা হইলে এই আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ০২ (দুই) থেকে ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক ০২ (দুই) লাখ টাকা থেকে ০৫ (পাঁচ) লাখ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(গ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার অন্তরায় ও যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবকাঠামো নির্মানে অথবা নির্মিত অবকাঠামো অপসারণে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করা হইলে সরকারি কর্মচারীর আইনগত নির্দেশ অমান্যের অভিযোগে দন্ডবিধিতে বর্ণিত দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৮। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, অংশীদার, স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্ট,

যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা

যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।-এই ধারায়-

(ক) ‘কোম্পানি’ অর্থে যে কোন সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; (রেফারেন্স সংযুক্ত করতে হবে) এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ‘পরিচালক’ অর্থে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

২৯। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।– ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইন বা বিধির অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

৩০। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ।– এই আইনের বিধানাবলীর অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইন বা বিধির অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure, 1898) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৩১। মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।- এ আইনের অন্যান্য ধারায় ভিন্নরুপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ২৮ (খ) এর অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

৩২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। আইনের আওতায় নীতিমালা, গাইডলাইন, কারিগরী মান ইত্যাদি প্রণয়ন।- (১) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, নগর এলাকায় সুষ্ঠু যান চলাচল নিশ্চিতকরণের জন্য, সময় সময়, নিম্নবর্ণিত কোনো বা সকল বিষয়ে নীতিমালা, গাইডলাইন, ইত্যাদি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা-

(ক) নগর এলাকায় সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানাধীন যানবাহন ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রবিধান, নীতি, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন;

(খ) নগর এলাকায় যানবাহনের আগমন/ বর্হিগমন ও অভিগম্যতা ব্যবস্থাপনার (Urban Access Management Policy) নীতি, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন;

(গ) নগর এলাকায় সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন নীতি, কৌশল, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে রাস্তা, ফুটপাত ও রাস্তা-সংলগ্ন স্থানের ভূমি-ব্যবহার (Landuse) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

(ঘ) পথচারীদের নিরাপদ চলাচল ও পারাপারের জন্য পথচারী নিরাপত্তা নীতি (Pedestrian Safety Policy), গাইডলাইন, ইত্যাদি প্রণয়ন;

(ঙ) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রোড সেফটি অডিট, রোড ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন, ইন-ভেহিকেল সেফটি অডিট প্রভৃতি বিষয়ে নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

(চ) নগর এলাকায় সুষ্ঠু পার্কিং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পার্কিং নীতি, গাইডলাইন, ইত্যাদি প্রণয়ন;

(ছ) দ্রুতগামী গণপরিবহনের যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

(জ) অযান্ত্রিক (Non-Motorized Tansport, NMT) এবং ইলেকট্রিক ও হাইব্রিড যানবাহন চলাচলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

(ঝ) নগর এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Traffic Management Plan) ও নীতি প্রণয়ন;

(ঞ) নগর এলাকার সড়কের জ্যামিতিক নক্সা (Geometric Design), ইন্টারসেকশনের মান (Standard) সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

(ট) ট্রাফিক সিগন্যাল ও ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

(ঠ) নগর এলাকায় পণ্যবাহী যানবাহন ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

এবং

(ড) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন নির্দেশনা যাচনা করিলে সরকার, প্রয়োজনে, তৎসম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৫। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া স্বাপেক্ষে উক্ত রুপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৩৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৮নং এবং ২৫ নং আইন), অতঃপর, উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ স্বত্বেও-

(ক) উক্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, অতঃপর বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) এই আইনের অধীন পরিচালনা পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আইনের অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদ হিসেবে গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, জারীকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, ট্রাফিক সার্কুলেশন, স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (এসটিপি) প্রদত্ত কোন নোটিশ, গৃহীত কোন ব্যবস্থা অথবা কৃত বা চলমান কোন কাজকর্ম এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীন প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, গৃহীত, কৃত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, স্বার্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, নথিপত্রসহ সকল দলিলপত্র এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে, এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায়-দায়িত্ব উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য

হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত সকল মামলা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কতৃক দায়েরকৃত মামলা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (এসটিপি) এবং রিভাইজড স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোট প্লান (আরএসটিপি) এমন ভাবে কার্যকর এবং উহাদের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাও কার্যাদি অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, গৃহীত এবং সম্পাদিত আইনগত ডকুমেন্ট এবং কার্যাদি;

(ঙ) বিলুপ্ত কতৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাৎক্ষণিক ভাবে এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষে স্থানান্তরিত হইবেন এবং তাঁহারা, ক্ষেত্র মত সরকার বা এ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক ও কর্মচারী বলিয়াগণ্য হইবেন; এবং উক্তরুপ স্থানান্তরের পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন;

(চ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের তহবিল সরকারী বিধি মোতাবেক পরিচালিত হইবে।

৩৭। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।– (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের একটি ইংরেজী অনুদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

ভারপ্রাপ্ত

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী